গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয় : বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চুড়ান্তকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	ঃ	১৩-০৯-২০২২ খ্রিঃ, সকাল ০৯:০০ ঘটিকা।
সভার স্থান	ঃ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
সভার উপস্থিতি	ঃ	পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে এবং অনলাইনে সংযুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের এবং স্টেকহোল্ডার প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরিচিতি পর্ব শেষে সভাপতি সকলকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা, ২০২১ এর খসড়া চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে অনিষ্পন্ন বিষয়াদি আলোচনার উদ্দেশ্যে আজকে সভা আহ্বান করা হয়েছে। বিধিমালা চুড়ান্ত হওয়ার পর প্রস্তাবিত বিধিমালা ২০২১ এর পরিবর্তে ২০২২ রূপে খসড়া চুড়ান্ত করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। এ পর্যায়ে খসড়া বিধিমালার উপর অনিষ্পন্ন বিষয়াদি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানানো হলে, সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ আলমগীর কবির সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ বিগত ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত আইনের ধারা-১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিধি প্রণয়ন করার লক্ষ্যে বিগত মে, ২০২১ সালে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর খসড়া বিধিসহ প্রস্তাব প্রেরণ করে। তৎপ্রেক্ষিতে বিধিমালা চুড়ান্তকরার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং স্টেকহোল্ডারের মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে ০২ (দুই)'টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়। সর্বশেষ বিগত ২২/০২/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার (ক) নং সিদ্ধান্তের আলোকে বিধি ২(ঠ)-তে বন্দর এর সংজ্ঞা সংশোধন করে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। এ পর্যায়ে খসড়া বিধিমালার বিভিন্ন বিধি নিয়ে যে সব মতামত প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিএসসি'র উপমহাব্যবস্থাপক (চার্টারিং) জনাব মুহাম্মদ রেজাউল করিম সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইনের ধারা-৩(২) অনুযায়ী আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের নিমিত্ত জাহাজের চাহিদাপত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা হিসেবে বিএসসি'র নিকট প্রেরণ করার বিধান উল্লেখ আছে, নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট নয়। অতএব, ধারা-৩(২) এর ব্যাখ্যাকল্পে প্রস্তাবিত বিধি-৬(১)(ক)-তে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার পাশাপাশি জাহাজের চাহিদাপত্র নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ মালিকদের সংগঠনকে অবহিত করার বিধানটি মূল আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়া, বিএসসি'র নিজস্ব জাহাজ না থাকলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা হিসেবে জাহাজ নির্ধারণের জন্য বিএসসি কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়। এক্ষেত্রে বিএসসি কর্তৃপক্ষ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১২ অনুযায়ী অর্পিত ক্রয়কার্য অনুমোদনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। যার ফলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা হিসেবে বিএসসি দরপত্রে অংশগ্রহন করার আইনগত কোন সুযোগ নাই। সভা অবহিত হয় যে, পিপিএ-২০০৬ এর ধারা-৩১(১)(খ) অনুযায়ী দরপত্রদাতাগণকে বৈষম্যহীন ও সম-শর্তাধীনে প্রতিযোগিতার সুযোগ প্রদান করার বিধান রয়েছে এবং একই আইনের ধারা-৩১(১)(ঙ) অনুযায়ী সর্বনিম্ন মূল্যায়িত রেসপনসিভ দরপত্রদাতার সহিত চুক্তি সম্পাদন করার বিধান রয়েছে। এছাড়া প্রতিযোগিতা আইন-২০১২ এর ধারা-১৫(১) মতে কোন ব্যক্তি কোন পণ্য বা সেবার উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ, গুদামজাতকরণ বা অধিগ্রহণ সংক্রান্ত এমন কোন চুক্তিতে বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে (Collusion) , প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আবদ্ধ হইতে পারিবে না যাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে বা বিস্তারের কারণ ঘটায় কিংবা বাজারে মনোপলি (Monopoly) অথবা ওলিগপলি (Oligopoly) অবস্থার সৃষ্টি করে। অএব, প্রস্তাবিত বিধি-৬(১)-তে উল্লিখিত বিধানসমূহ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইনের ধারা ৩(২) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় উক্ত বিধি-৬(১) বাতিলপূর্বক বিদ্যমান আইন ও বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইহা প্রতিস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

বিএসসি প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রজ্ঞাপন নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭.১১৫, তারিখ ২৪ নভেম্বর,২০২০ এর মাধ্যমে "রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো শিপিং সংস্থা বলতে "বাংলাদেশ শিপিং কপোরেশনকে" বুঝাইবে মর্মে আদেশ রয়েছে"। তদানুযায়ী সংজ্ঞাটি সংশোধন করার এবং জাহাজ চার্টারিং প্রক্রিয়ায় জাহাজ ভাড়ার উপর বিএসসি'র প্রাপ্য কমিশন ও সার্ভিস চার্জ বলবৎ রাখা সংক্রান্ত বিধিসমূহ খসড়া বিধিমালার ৬(১) ধারায় সংযোজন করার অনুরোধ জানান।

৩। এ পর্যায়ে প্রস্তাবিত বিধি-৬(১) বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতঃপর আইনের ধারা-৩(২) ব্যাখ্যাকল্পে প্রস্তাবিত ০৬(১) বিধিটি সরকারি ক্রয় পদ্ধতি যথা-পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ক্ষেত্রমত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, বিধি-বিধান অনুযায়ী সংশোধন করার পক্ষে একমত পোষন করেন। এছাড়া, ২৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এর আলোকে "রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো শিপিং সংস্থা অর্থ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন,২০১৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত শিপিং সংস্থা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো শিপিং সংস্থা" বুঝাইবে মর্মে সংশোধন করার পক্ষ্যে একমত পোষণ করা হয়।

৪। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসাসিয়েশন (BOGSOA) এর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিধিমালা,২০২১ এর খসড়া বিধি-৬(১)-তে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজকে অগ্রাধিকার দেয়া আছে। বিএসসি'র জাহাজ উক্ত সুযোগ গ্রহণ না করলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ পতকাবাহী অন্যান্য জাহাজ সে সুবিধা গ্রহণ করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ সে সুযোগ গ্রহণ না করিলে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজের অনুকূলে অব্যাহতি সনদ জারি করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাংলাদেশী পতাকাবাহী অপরাপর জাহাজ শিপিং শিল্পে বিনিয়োগে অগ্রসর হবে এবং বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। তিনি বাংলাদেশী সমূদ্র বন্দরে বাংলাদেশী পাতাকাবাহী জাহাজের অগ্রাধিকার বার্থিং নিশ্চিত করার জন্য বিধিতে উপযুক্ত ধারা সংযোজন করার প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বার্থিং বিষয়টি ইতিমধ্যেই খসড়া বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৫। বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, BOGSOA এর প্রস্তাবিত বিধিটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার সাথে সাংঘর্ষিক এবং প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ব্যত্যয় আইনের ধারা-৩(২) এর ব্যাখ্যাকল্পে প্রস্তাবিত বিধি-৬(১) বাদ দেয়া এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত বিধি প্রতিস্থাপন করার জন্য তিনি সভায় মতামত প্রদান করেন।

৬। এ পর্যায়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাংলাদেশে ক্রুড অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে পরিবহনের দায়িত্ব বিএসসি'র উপর অর্পণ করা আছে। উক্ত পরিবহন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। তবে সমূদ্রপথে পরিশোধিত জ্বালানি তেল (REFIND OIL) পরিবহনের ক্ষেত্রে সিএফআর/সিআইএফ ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করা হয় বিধায় উক্ত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সাধারন অব্যাহতি সনদ জারি করার জন্য সভাকে অনুরোধ জানান। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণপূর্বক বিপিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক) জনাব কুদরুদ-ই-ইলাহী সভাকে অবহিত করেন যে, বছরে প্রায় ৫০-৫২ লক্ষ মেট্রিক টন রিফাইন্ড প্রোডাক্ট জিটুজি এবং টেন্ডারের মাধ্যমে আমদানি ও পরিবহন করা হয়। এক্ষেত্রে লোডপোর্ট নির্দিস্ট থাকেনা এবং বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ ব্যবহারের সুযোগ এক্ষেত্রে সীমিত। অতএব, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাপ্লাইচেইন ঠিক রাখার নিমিত্ত উক্ত পণ্য পরিবহনে সাধারন অব্যাহতির আওতায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

৭। সভাপতি জানান যে, আইনের বিধান পরিপালনের লক্ষ্যে বিএসসি'র মাধ্যমে কিভাবে সরকারি পণ্য পরিবহন করা হবে সে বিষয়ে বিপিসি ও বিএসসি একত্রে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সাপ্লাইচেইন ঠিক রাখার নিমিত্ত কেইস টু কেইস ভিত্তিতে বিএসসি বিধি মোতাবেক অব্যাহতি সনদ জারি করবে।

৮। এ পর্যায়ে সভায় আইনের ধারায় উল্লিখিত উপকূলীয় অঞ্চলের একটি সংজ্ঞা বিধিতে সন্নিবেশ করার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নিকট মতামত চাওয়ার বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়। আদায়কৃত জরিমানার অর্থ হতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ পতাকাবাহী জাহাজ মালিকগণ তাদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দাবী প্রাপ্যতার বিষয়টি আইনে উল্লেখ নাই বিধায় ইহা যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইনে সন্নিবেশ করার জন্য সভায় একমত হন এবং সভার সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

০৯। <u>সিদ্ধান্তঃ</u>

(১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিগত ২৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে জারিকৃত নং-১৮.০০.০০০০.০২৩.২৬.০৩১.১৭-

১১৫ নং প্রজ্ঞাপন এর আলোকে "রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থা অর্থ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন,২০১৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত শিপিং সংস্থা অথবা সরকার কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো শিপিং সংস্থা" বুঝাইবে মর্মে সংজ্ঞা সংশোধন করার সিদ্ধান্ত হলো;

(২) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ উল্লিখিত স্বার্থরক্ষা (আইন) ২০১৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালায় "উপকূলীয় অঞ্চল" এর একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা খসড়া বিধিতে সন্নিবেশিত করা হবে।

(৩) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইনের আইনের ধারা-৩(২) ব্যাখ্যাকল্পে প্রস্তাবিত ০৬(১) বিধিটি নিম্নরুপভাবে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত হলোঃ

<u>বিধি-৬(১)-সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যের ক্ষেত্রে ধাপ গুলো নিম্নরুপ হইবেঃ</u>

(ক) সরকারি তহবিলের অর্থে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে বিধিবদ্ধ দপ্তর/সংস্থাসমূহ তাহাদের শিপমেন্টের তথ্য-উপাত্তসহ চাহিদাপত্র (INDENT) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর নিকট প্রেরণ করিবে। চাহিদাপত্রের আলোকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিপিং সংস্থার জাহাজের মাধ্যমে উক্ত সরকারি পণ্য পরিবাহিত হইবে।

(খ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ অপ্রতুল হলে বা জাহাজ পাওয়া না গেলে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ ক্ষেত্রমত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, বিধি-বিধান, চার্টারিং কমিটির গ্রাউন্ড রূল এবং ইহার সংশোধনী আদেশ অনুসরণ করে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) অসত্য তথ্য প্রদান, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ, আপিল এবং কোম্পানি কর্তৃক বিধান লঙ্ঘন বিষয়ে আদায়কৃত জরিমানার অর্থ হতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মালিকের ক্ষতিপূরন দাবী নিষ্পত্তির বিষয়টি মূল আইনে সংযোজন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হলো। জরিমানা আরোপ ও নিষ্পত্তির একটি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনে আইন ও খসড়া বিধিমালা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের সংশোধনী প্রস্তাব (প্রযোজ্য হলে) এবং খসড়া বিধিমালার প্রস্তাব নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক দ্রুততম সময়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২০-০৯-২০২২।
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.০০৪.০২.২১-৯৬০

তারিখ: ২১-০৯-২০২২।

<u>বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

১। চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ঢাকা।
৪। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, ঢাকা
৮। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৯। চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।
১০। চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট।
১১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

১২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
১৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম।
১৭। কমান্ড্যান্ট, বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।
১৮। পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।
১৯। অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম।
২০। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
২১। চেয়ারম্যান, কর্ণফুলী লিমিটেড, এইচআর ভবন, ২৬/২, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২৩। সভাপতি, বাংলাদেশ ওশান গোয়িং শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২৪। সভাপতি, বাংলাদেশ কন্টেইনার শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২৫। সভাপতি, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ট্যাংকার ওনার্স এসোসিয়েশেন, ব্লক-সি, বিজিএমইএ কমপ্লেক্স-২৩/১, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৬। সভাপতি, কোস্টাল শিপ ওনার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা।
২৭। সভাপতি, বাংলাদেশ কার্গো ভেসেল ওনার্স এসোসিয়েশন, ১৫/৫ বিজয়নগর, আকরাম টাওয়ার, ঢাকা।

<u>অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):</u>

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(উন্নয়ন)/(সংস্থা-১/২) এবং যুগ্মসচিব (জাহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৯/০১/২২

(মোঃ আলমগীর কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬